কালের কণ্ঠ

তারিখ 26 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

মা-সন্তান মিলে পাঠ নেন যে বিদ্যালয়ে

রফিকুল ইসলাম ▷

'রাজশাহী শহরের অভিজাত পদ্মা আবাসিক এলাকা। যেখানে গড়ে উঠেছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে হরেক নামের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল শিক্ষার্থীই ধনী পরিবার থেকে আসা। হাতেগোনা কয়েকজন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এর পাশেই ছোট বনগ্রাম এলাকা, যেখানে অধিকাংশই নিম্নবিত্তদের বসবাস। সেখানে গড়ে ওঠেনি কোনো নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

তবে এখানে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘিরে আশার আলো দেখে হতদরিদ্র মানুষগুলো। 'আলোর পথে বিদ্যানিকেতন' নামের এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে তাদের আগ্রহ যেন সীমাহীন। স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত যুবক এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এখানে পড়তে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না। দিতে হয় না কোনো ফি। কোমলমতি শিশুদের স্কুলমুখী করাসহ এলাকার অশিক্ষিত নারীদের মধ্যে কিছুটা হলেও শিক্ষার আলো ছড়াতে কয়েকজন যুবক বাঁশের বেড়া দিয়ে স্কুলটি গড়ে তোলেন। এখানে শিক্ষা নিচ্ছে এলাকার হতদরিদ্র পরিবারের শিশুরাসহ তাদের মায়েরাও।

কথা হয় এখানে পড়তে আসা নগরীর ছোটবন গ্রাম পশ্চিমপাড়ার কৈটা পুকুর এলাকার শিশু মুসফিকা খাতুনের মা রুবিনা বেগমের সঙ্গে। মেয়েকে পড়তে নিয়ে আসার পাশাপাশি নিজের মধ্যেও শিক্ষার কিছুটা আলো ধারণ করতে আগ্রহী এ নারী প্রায় প্রতিদিনই আসেন এ স্কুলে।

তিনি বলেন, 'আমার স্বামী ভ্যান চালায়। আমরা দিন অ্যানে দিন খায়। শহরের স্কুলগুলোতে যে পরিমাণ ট্যাক দিতে হয়, তাতে আমাদের প্যাটের ভাতই জুটবে না। তাই এই স্কুলেই ফ্রিতে মেয়েকে ভর্তি করিয়েছি। আবার নিজেও কিছু শেখার চেষ্টা করছি। আর কত দিন অশিক্ষিত থ্যাকব। তাই পড়তে অ্যাসি এখানে।'

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, প্রায় সাড়ে ৪০০ পরিবার নিয়ে একটি বস্তি গড়ে উঠেছে ছোট বনগ্রাম পশ্চিমপাড়ার কৈটা পুকুর এলাকায়। এই এলাকার বেশির ভাগ মানুষ দিনমজুর। রিকশা, ভ্যান, রাজমিস্ত্রি, ভাঙ্গাড়ি ও পলিথিন কুড়ানোসহ নানা কাজ করে এরা সংসার চালায়। তারা দিন আনে দিন খায়। এই এলাকায় কোনো সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি। ফলে এলাকার হতদরিদ্র পরিবারের শিশুরা স্কুলমুখী হতে চায় না। তারাও অল্প বয়সে ভিক্ষাসহ নানা কাজে জড়িয়ে পড়ে। এসব শিশুর কথা ভেবেই এলাকার কয়েকজন যুবক নিজেদের অর্থে 'আলোর পথে বিদ্যানিকেতন' গড়ে তুলেছেন।

স্কুলটিতে আছে ছোট তিনটি টিনের ঘর, যার একটি অফিস ও দুইটি ক্লাসরুম। তাতেই চলে শিশু ও প্লে শ্রেণির পাঠদান। এখানে ১৫০ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। শুধু শিশুরাই নয়, এই স্কুলে শিক্ষা নেন তাদের মায়েরাও। বলা যায় মা-সন্তান মিলে এখানে পাঠ নেন একসঙ্গে। বাচ্চাদের পাশাপাশি নিজেরাও শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছেন।

স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর বলেন, '২০১০ সালের শেষের দিকে আমরা কয়েকজন মিলে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করি। এই এলাকার ছয়জন যুবক এখানে শিক্ষকতা করেন। স্কুলের নির্মাণ বা অন্য কাজে টাকার প্রায়োজন হলে আশপাশের এলাকার বিত্তশালীরা সহযোগিতার হাত বাড়ান। এভাবেই চলছে আমাদের স্কুলটি।'

আলোর পথে বিদ্যানিকেতনে সন্তানের সঙ্গে ক্লাস করছেন মায়েরাও